সকালের খবর

শনিবার, ১১ আগস্ট ২০১২, ২৭ শ্রাবণ ১৪১৯, ২৭ রমজান ১৪৩৩

সাফল্যগাথা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বাড়াতে হবে : রুমি আলি

ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি দেশের প্রথিতযশা একজন ব্যাংকার। এ ছাড়া তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ও ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নানা দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন অবস্থানে থেকে তিনি ব্যাংকিং খাতকে দেখেছেন, জেনেছেন। অভিজ্ঞ এ ব্যাংকার মনে করেন, গত কয়েক বছরে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি **জিয়াউর রহমান** ও নিজস্ব প্রতিবেদক **এসএম আলমগীর**

পূর্ণ সাক্ষাৎকার : পৃষ্ঠা ১৩

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং সক্ষমতা বাড়াতে হবে : রুমি আলি

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি দেশের প্রথিতযশা একজন ব্যাংকার। কাজ করেছেন দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকে। ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ শাখার প্রথম বাংলাদেশি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবেও দেখিয়েছেন সাফল্য। বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান। বিভিন্ন অবস্থানে থেকে তিনি ব্যাংকিং খাতকে দেখেছেন, জেনেছেন। এছাড়া বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ও ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নানামুখী দায়িত্ব পালন করছেন। সকালের খবরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গ। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বিজনেস এডিটর **জিয়াউর রহমান** ও স্টাফ রিপোর্টার **এসএম আলগমীর**

সকালের খবর : ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় আপনি কোনো পরিবর্তন দেখেন কি?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : ব্যাংকিং সেক্টরে গত কয়েক বছরে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার রেগুলেটরি কার্যক্রমেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাংকিং খাতের বেশ কিছু দিকে পরিবর্তন এনেছেন। দেশের ব্যাংকিং সেক্টর আরও অনেক গতিশীল হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দুটি দায়িত্ব হচ্ছে—তফসিলি ব্যাংকগুলোর

> যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় আবার দারিদ্র্যও বেড়ে যায়, তাহলে তা প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হবে না। তাই প্রবৃদ্ধিকে গণমুখী করতে হবে, সাধারণ মানুষকে অর্থনীতির মূলধারায় যুক্ত করতে হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে। বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে বেশ মনোযোগী বলে মনে হয়

কার্যক্রম তদারক ও মুদ্রাবাজারের ব্যবস্থাপনা। এতদিন এ বিষয়েই কার্যক্রম সীমিত ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের। কিন্তু বর্তমান গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি এই দুটি বিষয়ে ব্যাংকিং খাতে আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে যুক্ত করা এবং গ্রিন ব্যাংকিংয়ে জোর দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বর্তমান গভর্নর ব্যাংকিং সেক্টরকে আরও সৃজনশীল করেছেন। আমি যেটা মনে করি জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়ানোই কিন্তু মুখ্য বিষয় নয়, প্রবৃদ্ধি কতটুকু মানসম্পন্ন হচ্ছে সেটিই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় আবার দারিদ্র্যও বেড়ে যায়, তাহলে তা প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হবে না। তাই প্রবৃদ্ধিকে গণমুখী করতে হবে, সাধারণ মানুষকে অর্থনীতির মূলধারায় যুক্ত করতে হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে। বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে বেশ মনোযোগী বলে মনে হয়।

এছাড়া বর্তমান গভর্নর এসএমই খাতের দিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা যদি বহির্বিশ্বের দিকে নজর দিই তাহলে দেখব অনেক দেশ এসএমই খাতের মাধ্যমে উন্নতি করেছে। কারণ এ খাতের মাধ্যমে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশের কর্মসংস্থান করা যায়। আমি নিজেও যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান সেই ব্র্যাক ব্যাংকও এসএমই খাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সকালের খবর : আপনি এসএমই খাতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, কর্মসংস্থানের সৃষ্টির কথা বলেছেন। আমাদের দেশে যেসব বহুজাতিক ব্যাংক রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, এসব ব্যাংক এসএমই খাতে ঋণ দিতে চায় না, মেয়াদি ঋণ বা শিল্প ঋণেও তারা বেশ অনাগ্রহী। অনেক মুনাফা করলেও দেশের আর্থিক খাতে তাদের অবদান কম বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : বিদেশি ব্যাংকগুলো দেশের আর্থিক খাতে অবদান রাখে না—এ অভিযোগ আমি মানতে রাজি নই। তাদের দায়িত্বটা কী সেটি সম্পর্কে আগে ধারণা থাকতে হবে। আমি নিজেও একটি বিদেশি ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ ছিলাম অনেক বছর। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা আছে। আসলে বিদেশি ব্যাংকগুলোর নতুন নতুন প্রডাক্ট আনা, নতুন প্রযুক্তি আনা। তাদের কাজই হচ্ছে নতুন টেকনোলজি ট্রান্সফার করা, নতুন ধারণা দেওয়া। এটিই তাদের ডিউটি হওয়া উচিত। এগুলো যদি তারা না করে তাহলে তখন তাদের অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

সকালের খবর : আপনি জানেন চারটি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই ব্যাংকগুলো কার্যক্রম শুরু করলে আমানত সংগ্রহ নিয়ে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে। এতে বেড়ে যেতে পারে আমানত ও ঋণের সুদহার। অস্থিরতা দেখা দিতে পারে ব্যাংকিং খাতে। এ পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে।

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এ মুহূর্তে দেশে নতুন ব্যাংকের কোনো দরকার নেই। বরং বর্তমানে দেশে যেসব ব্যাংক রয়েছে, সেগুলোর সক্ষমতা আরও বাড়ালে গ্রাহকের সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তবে সরকার নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করেই নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে। সরকার যদি মনে করে এতে দেশের ভালো হবে, দেশের মানুষের উপকার হবে তাহলে আরও ব্যাংক আনতে পারে। তবে যত বেশি ব্যাংক হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের পরিধি তত বেড়ে যাবে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

সকালের খবর : সাম্প্রতিককালে অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের বেশিরভাগ ব্যাংকেরই পারফরম্যান্স খারাপ। কিন্তু ব্র্যাক ব্যাংক তার প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। কীভাবে এটি সম্ভব হল?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : আমাদের পারফরম্যান্স ভালো, তবে আরও ভালো হতে পারত। নানা কারণে সেটি হয়নি। কোনো কোনো ব্যাংকের পারফরম্যান্স খারাপ হওয়ার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। অনেক ব্যাংকের বিপুল বিনিয়োগ আছে পুঁজিবাজারে, কিন্তু ওই বাজারের অবস্থা অনেক দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। আবার অনেক ব্যাংকে তারল্য সঙ্কটও ছিল বা আছে। এ কারণে বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, যা মুনাফায় প্রভাব ফেলছে।

ঋণ পুনঃতফসিলের যে নীতিমালা করা হয়েছে, তার কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু আগামী দিনে পড়তে পারে। তবে এই নীতিমালা কিছু শিথিল করার বিষয়ে আমরা আবেদন জানাই। আপনারা জানেন, ব্র্যাক ব্যাংক একটি আদর্শকে সামনে নিয়ে ব্যাংকিং করছে। তা হচ্ছে, আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধায় যুক্ত করা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া। ব্র্যাক ব্যাংকের মোট ঋণ ও আগামের বড় অংশই কিন্তু এসএমইতে করা হয়। এ ধরনের ঋণে কোনো জামানত রাখা হয় না। ফলে এখানে খেলাপি হলে অনেক বেশি সঞ্চিতি রাখতে হয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোগের অর্থায়নকে নির্বিঘ্ন রাখতে নীতিমালাটি এ খাতের জন্য শিথিল করা প্রয়োজন।

সকালের খবর : এসএমই ব্যাংকিং তো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রাধান্য পাচ্ছে। আর কোন কোন খাতকে আগামীতে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : ব্র্যাক ব্যাংক সময়ের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে ব্যাংকিং করছে। তো আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে সেবা দেওয়া, কর্মসংস্থান তৈরি ও প্রবৃদ্ধিসহায়ক কার্যক্রমের জন্য যখন যে ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন হবে, তার সবই নেওয়া হবে। বর্তমানে আমরা এসএমই ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি গ্রিন ব্যাংকিংকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আমি মনে করি, সব ব্যাংককেই গ্রিন ব্যাংকিং করা উচিত। প্রচারের জন্য বা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেখানোর জন্য নয়, বৃহত্তর কল্যাণেই গ্রিন ব্যাংকিংকে এগিয়ে নেবে ব্র্যাক ব্যাংক। ইতোমধ্যে ব্র্যাক 'কার্বন' বাণিজ্যের উদ্যোগ নিয়েছে। এ খাতে ভারত এবং পাকিস্তান অনেক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশেরও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

সকালের খবর : ব্র্যাক ব্যাংকের 'বিকাশ' নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। বিকাশ নিয়ে এমন বিতর্ক কেন হচ্ছে? বিকাশ নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কী?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : বিকাশকে নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা মেনেই বিকাশ তার কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কিন্তু এখনও ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাদেরকে ব্যাংকিং সিস্টেমে যুক্ত করা খুবই দুরূহ কাজ। মোবাইল ব্যাংকিং এই দুরূহ কাজকে অনেক সহজ করে দিতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং বা বিকাশের মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে অনেক তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। এখন একজন গার্মেন্ট শ্রমিকও বিকাশের মাধ্যমে তার গ্রামের বাড়িতে দ্রুত টাকা পাঠাতে পারে। আমি মনে করি, ব্যাংকিং ব্যবস্থার এই নতুন ধারাকে সবারই স্বাগত জানানো উচিত। বিশ্বের অনেক দেশেই এ পদ্ধতি সফলতা পেয়েছে। বিকাশে আমাদের প্রায় ৬ লাখ গ্রাহক রয়েছে। প্রতিদিন ৩৫ থেকে ৩৬ কোটি টাকা লেনদেন হয় এসব গ্রাহকের। যারা সমালোচনা করছেন তারা না বুঝেই বিকাশ নিয়ে কথা বলছেন। এখানে সব কিছুই স্বচ্ছভাবে করা হয়। বিকাশে যে হিসাব খোলা হয় তার টাকা কিন্তু ব্র্যাক ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। প্রতিটি লেনদেন দিনশেষে মিলিয়ে দেখা হয়। এসব হিসাবে থাকা টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বিকাশের মাধ্যমে গরিব মানুষ বিশেষ উপকার পাচ্ছে। তারা একটি ভালো পদ্ধতি পেয়েছে, যার মাধ্যমে নিরাপদে টাকা পাঠাতে পারছে। এ ব্যবসায় শিগগিরই কিন্তু কোনো লাভ পাব না আমরা। আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে লাভ তুলতে পারব না। কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ববোধের বিবেচনায় এ ব্যবসা চালিয়ে যাব। আমরা শুধু ব্যবসা করার জন্যই ব্যবসা করি না। আমরা একটি মিশন নিয়ে কাজ করছি। একটি জিনিসকে হেয় করার জন্যই সমালোচনা করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি জেলা এবং উপজেলায় আমাদের ডিলার এবং এজেন্ট রয়েছে। ১২ হাজারের ওপর আমাদের এজেন্ট রয়েছে। আগামীতে বিকাশের পরিধি আমরা আরও বাড়াব। এ পদ্ধতিকে আরও সফল করার জন্য যা করার দরকার আমরা তা-ই করব। সামনে আমরা নতুন নতুন সেবা আনব। আমাদের বিদেশে যেসব শ্রমিক ভাই রয়েছেন তারা যাতে এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারেন সে ব্যবস্থাও করা হবে। তবে এটি করতে আরও সময় লাগবে।

সকালের খবর : এবার ব্র্যাক নিয়ে যদি কিছু বলেন। বিশেষ করে ব্র্যাক তো প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাকের বর্তমান সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন?

মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি : ব্র্যাকের কিন্তু দুটি বেসিক ভাগ রয়েছে। আমি কিন্তু দেখি একটি দিক। তবে হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র পারসন হিসেবে সব বিষয়েই অবগত আছি। কিন্তু আমি যে দিকটি দেখি সে বিষয়ে ভালো বলতে পারব। অবশ্য এ বিষয়ে বলার আগে আমি ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তিনি যেটি মনে করেন, একজন মানুষের গরিবি বা দরিদ্রতা কিন্তু এমনিতে বা আল্লাহ প্রদত্ত নয়। এটি মনুষ্য সৃষ্টি। উনি একটি কথা সব সময় বলেন, যদি দরিদ্র মানুষগুলোকে আর্থিক সিস্টেমের মধ্যে আনা যায় তাহলে তাদের দরিদ্রতা দূর করা সম্ভব। তাদের এই সিস্টেমের মধ্যে আনার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি জিনিসের কথা বলেন। এগুলো হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থ। আমিও মনে করি এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা গেলে গরিবি হঠানো সম্ভব। সেটি কীভাবে, একটি মানুষের যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে যে কোনো কাজ ভালোভাবে করতে পারে। একজন অসুস্থ মানুষকে টাকা দিলেও সে কিন্তু কাজ করতে পারবে না। এর সঙ্গে দরকার শিক্ষার এবং সর্বোপরি দরকার অর্থের। ব্র্যাকের যত কাজ রয়েছে এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই।

ব্র্যাকের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজগুলো আমি দেখি। তাছাড়া বিনিয়োগ খাতটাও আমি দেখি। প্রথমে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কে বলি। আড়ং, ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক নার্সারি, ব্র্যাক ফিশারিজ, ব্র্যাক চিকেন—এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমি কাজ করি। আর সব এন্টারপ্রাইজই হয়েছে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তাদের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা দিতে বিভিন্ন সময় ভিন্ন এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলা হয়েছে। ব্র্যাক ডেইরি নিয়ে বললে প্রথমে যেটি বলতে হয়—আমরা কিন্তু সারা দেশে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি। সারা দেশে আমাদের ১০০টি চিলিং স্টেশন রয়েছে। এসব স্টেশন থেকে আমরা সরাসরি দুধ সংগ্রহ করি খামারিদের কাছ থেকে। এই দুধ আড়ং দুধ ব্র্যান্ডে বাজারজাত করা হয়। এতে হয়েছে কি, খামারিরা পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আমরা খামারিদের পশুপালন বিষয়ে নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছি। এজন্য আমাদের নিজস্ব ভেটেরিনারি চিকিৎসক রয়েছে।

এবার আড়ং নিয়ে যদি বলি তাহলে দেখবেন এর মাধ্যমে আমরা বিলীন হতে যাওয়া অনেক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছি। আগে আমাদের দেশে কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে—এ ধরনের অনেক পেশাজীবী লোক ছিল। এসব পেশা কিন্তু আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রযুক্তির কারণে শহর থেকে গ্রাম, সব জায়গাতেই পুরনো ওইসব জিনিসের জায়গা দখল করে নিয়েছে। যারা এসব পণ্য আগে বানাত তার মধ্যে কিন্তু একটি ঐতিহ্য ছিল, ইতিহাস ছিল, পরম্পরা ছিল। এগুলো ধরে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। নকশিকাঁথা কিন্তু একটি আর্ট। অথচ নকশিকাঁথার বদলে মানুষ হাতে তুলে নিয়েছে কম্বল। দেশের এসব ঐতিহ্য যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায় সে জন্য আমরা আড়ংয়ের মাধ্যমে এগুলোকে ধরে রাখার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছ থেকে আমরা এসব পণ্য কিনে আড়ংয়ে বিক্রি করছি। এর মাধ্যমে একদিকে দেশের হারানো ঐতিহ্য ধরে রাখা যাচ্ছে, অন্যদিকে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করা যাচ্ছে।

এছাড়া ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজগুলোর মধ্যে আরও যেসব বিভাগ রয়েছে সেগুলো হল—লাইভস্টক অ্যান্ড ফিশারিজ, ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন, ব্র্যাক পোল্ট্রি, ব্র্যাক ফিড মিল, ব্র্যাক চিকেন, ব্র্যাক ফিশারিজ, ব্র্যাক সল্ট, ব্র্যাক স্যানিটারি ন্যাপকিন অ্যান্ড ডেলিভারি কিট, ব্র্যাক কোল্ডস্টোরেজ, ব্র্যাক টি-এস্টেটস, ব্র্যাক সেরিকালচার, ব্র্যাক নার্সারি। এছাড়া প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজ, অল্টারনেটিভ অ্যান্ড রিনিউয়েবল অ্যানার্জি, ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড, আইটি কমিউনিকেশন ব্যবসাও রয়েছে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ বিভাগের মধ্যে।

এগারটি দেশের ১৪ কোটি মানুষকে সেবা দিচ্ছে ব্র্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

১৯৭২ সালে ব্র্যাক তার যাত্রা শুরু করে। এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তিনি এখন ব্র্যাকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে এর ১ লাখ ২০ হাজার কর্মী বিশ্বব্যাপী ১১টি দেশে ১৪ কোটি মানুষের জীবন-সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্র্যাক একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে, যা উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করেছে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল-ভ্রান্তিগুলো দূর করে অল্প খরচে এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্র্যাক তার কাজের পরিধির দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছে।

ব্র্যাক একটি উন্নয়ন সংস্থা। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে এ সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। জনগোষ্ঠীভিত্তিক ব্র্যাকের বিভিন্ন উদ্ভাবনা যথা—ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, আইন সহায়তা, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, জীবিকা সংস্থান, অতিদরিদ্রদের সম্পদ হস্তান্তর, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের অধিকারবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

রূপকল্প : ব্র্যাকের রূপকল্পে বলা হয়েছে এমন একটি পৃথিবী, যেখানে কোনো ধরনের শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

লক্ষ্য : ব্র্যাকের লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি এবং সামাজিক অবিচার দূরীভূত করে দরিদ্র মানুষ এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করা। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বড়মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন এনে সমাজের সব নারী ও পুরুষের সম্ভাবনার বিকাশ করা।

মূল্যবোধগুলো : ব্র্যাকের মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব, সততা ও নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা।

এক নজরে রুমি আলির বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার

পুরো নাম : মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি
জন্ম : ১৯৫১ সালে ঢাকায়
শিক্ষা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স), এমএ
১৯৯৭ সালের মার্চে এএনজেড গ্রিন্ডলেজের কান্ট্রি প্রধান হিসেবে যোগদান
২০০০ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বাংলাদেশ শাখার সিইও পদে যোগদান
২০০১ সালে তিনি ব্যাংকার্স ইনস্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হন
২০০২-২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে কর্মরত ছিলেন
২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি পিকেএসএফের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন
২০০৪-২০০৬ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন
২০০৫-২০০৬ মেয়াদে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য
ব্র্যাক ব্যাংকে যোগদান করেন ২০০৭ সালে
২০০৮ সালে ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ
বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পাশাপাশি ব্র্যাকের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ও ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে আছেন
মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছে
১৯৯৫ সালে তিনি ব্যাংকার্স অব দ্য ইয়ার হন এবং গোল্ড মেডেল পান
২০০০ সালে তিনি অতীশ দীপঙ্কর অ্যাওয়ার্ড ও সিইও অ্যাওয়ার্ড পান
২০০৮ সালে তিনি সরোজিনি নাইডু পুরস্কার পান

নানা খাতে ব্র্যাকের ১৮ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ব্র্যাকের সামাজিক এন্টারপ্রাইজ রয়েছে ১৮ প্রকারের। আর ব্র্যাক ইনভেস্টমেন্ট বিভাগে রয়েছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান। সামাজিক এন্টারপ্রাইজের মধ্যে শীর্ষে আছে আড়ং। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্র্যাকের অন্যতম সফল এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। আড়ংয়ের সিংহভাগ পণ্যই তৈরি হয় ঘরোয়া পরিবেশে এবং প্রত্যন্ত এলাকার কর্মী দ্বারা। আড়ংয়ের প্রধান পণ্য বিভিন্ন প্রকার পোশাক। এসব পোশাকের বেশিরভাগেই থাকে হাতের কারুকাজ। এছাড়া গৃহস্থালি সামগ্রী, গহনা, চামড়া ও পাট পণ্য, কাঠের কারুকাজসহ হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিক্রি হয় আড়ংয়ের শো-রুমগুলোতে। আড়ংয়ের পণ্যের ৮৫ ভাগই তৈরি করেন মহিলা কর্মীরা। এরপর লাইভস্টক অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগে রয়েছে ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন, ব্র্যাক পোল্ট্রি, ব্র্যাক ফিড মিল, ব্র্যাক চিকেন এবং ব্র্যাক ফিশারিজ। স্বাস্থ্য বিভাগে রয়েছে ব্র্যাক সল্ট, ব্র্যাক স্যানিটারি ন্যাপকিন অ্যান্ড ডেলিভারি কিট। ব্র্যাকের এগ্রিকালচার বিভাগে রয়েছে ব্র্যাক কোল্ড স্টোরেজ, ব্র্যাক টি এস্টেটস, ব্র্যাক সেরিকালচার এবং ব্র্যাক নার্সারি। প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজ বিভাগে রয়েছে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ও ব্র্যাক প্রিন্টিং প্যাক। ব্র্যাকের অল্টারনেটিভ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি বিভাগে রয়েছে ব্র্যাক বায়োগ্যাস ও ব্র্যাক সোলার। আরও আছে ব্র্যাক রিসাইকেলড হ্যান্ডমেড পেপার।

ইনভেস্টমেন্ট শাখার মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, সাবসিডিয়ারি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিজ অব বিবিএল, ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেড, বি-ক্যাশ, আইআইডিএফসি, ডুন অ্যান্ড ব্র্যাডস্ট্রিট ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সিএসআর সেন্টার। এছাড়া আছে ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড, ব্র্যাক আফগানিস্তান ব্যাংক, ব্র্যাকনেট এবং ডকুমেন্টো লিমিটেড। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্র্যাকের সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ও ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ। আর এ বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে আছেন মুহাম্মদ এ (রুমি) আলি।